সাধারণ প্রশ্ন ও উত্তরসমূহ (FAQ)

১. তাৎক্ষণিক তথ্য পাওয়া যাবে কি না?

উত্তর : তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৯(৪) অনুসারে কোনো ব্যক্তির জীবন-মৃত্যু, গ্রেফতার এবং কারাগার হতে মুক্তি সম্পর্কিত তথ্য চাওয়া হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধ প্রাপ্তির অনধিক ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ করবেন।

২. প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারী ও শিশুরা এই আইন অনুযায়ী কী সুবিধা পাবেন?

উত্তর : এই আইনের ধারা ৪ অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার রয়েছে এবং কোন নাগরিকের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য।

৩. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছ থেকে তথ্য নিয়ে কেউ যদি তথ্য বিকৃত করে প্রচার করে, সেক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দায়ী থাকবে কি না?

উত্তর : তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি ৪(৫) অনুসারে প্রদত্ত তথ্যের প্রতি পৃষ্ঠায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রত্যয়ন করা থাকবে এবং তাতে প্রত্যয়নকারী কর্মকর্তার নাম, পদবি, স্বাক্ষর ও দাপ্তরিক সিল থাকবে। সে ক্ষেত্রে কারো তথ্য বিকৃত করে প্রচার করার কোনো সুযোগ নেই।

৪. ডিপার্টমেন্টাল আইন থাকলে তথ্য অধিকার আইনে কোনো সমস্যা হবে কি না?

উত্তর : তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৩ অনুসারে কোনো বিভাগীয় আইনের তথ্য প্রদানে বাধা সংক্রান্ত বিধানাবলি এই আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হলে তথ্য অধিকার আইন প্রাধান্য পাবে।

৫. বিচারাধীন মামলা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের জন্য পাওয়া যাবে কিনা?

উত্তর : এই আইনের ধারা ৭(ট) ও(ঠ) অনুযায়ী আদালতে বিচারাধীন কোনো বিষয় যা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষেদ্ধাজ্ঞা রয়েছে অথবা যার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এবং তদন্তাধীন কোনো বিষয় যার প্রকাশ তদন্তকাজে বিঘ্ন ঘটাতে পারে এইরূপ তথ্য প্রকাশের জন্য প্রদান বাধ্যতামূলক নয়।

৬. পোস্টমর্টেম বা সুরতহাল রিপোর্ট দিতে বাধ্য কি না?

উত্তর : পোস্ট মর্টেম বা সুরতহাল রিপোর্ট চাওয়া যেতে পারে। তবে পোস্ট মর্টেম বা সুরতহালের রিপোর্টটি কোনো মামলার তদন্তাধীন বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত হলে এই আইনের ধারা ৭(ঠ) অনুসারে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তথ্য প্রদান করতে বাধ্য নন।

৭. কেউ ব্যক্তিগত তথ্য দিতে বাধ্য কি না?

উত্তর : ধারা ৭(জ) অনুসারে ব্যক্তিগত তথ্য দেয়া বাধ্যতামূলক নয়।

৮. সরকারি কর্মকর্তা/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নিরাপত্তার বিধানের কোনো ব্যবস্থা আছে কি? দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কি কোনো মামলা আদালতে দায়ের করা যাবে?

উত্তর : সরকারি কর্মকর্তা/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা আছে। তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৩১ অনুসারে সরল বিশ্বাসে তথ্য প্রকাশ করার ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হলে তথ্য কমিশনের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনো দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা বা অন্য কোনো আইনগত কার্যধারা দায়ের করা যাবে না।

৯. সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অন্য অফিস থেকে কীভাবে তথ্য পাবেন?

উত্তর : তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অন্য অফিস থেকে তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই। এই আইনের বিধান অনুযায়ী একই পদ্ধতিতে তথ্য পাবেন।

১০. পুলিশ বাহিনী তথ্য প্রদানে বাধ্য কিনা?

উত্তর : আইন অনুযায়ী পুলিশ বাহিনীও তথ্য প্রদান করতে বাধ্য। তবে ধারা ৩২-এর তফসিলে ৭ নং ক্রমিকে স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ এবং ৮ নং ক্রমিকে র‍্যাব এর গোয়েন্দা সেলকে তথ্য প্রদানে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তবে উক্ত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কোনো তথ্য দুর্নীতি বা মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে জড়িত থাকলে তথ্য কমিশনের অনুমতি গ্রহণপূর্বক উক্ত তথ্য সরবরাহ করতে হবে।

১১. তথ্য প্রদান ইউনিট বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : সরকারের কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত বা অধীনস্ত কোনো অধিদপ্তর, পরিদপ্তর বা দপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা কার্যালয় বা উপজেলা কার্যালয় তথ্য প্রদান ইউনিট হিসেবে কাজ করে।

১২. একই ধরনের কয়েকটি অফিস থাকলে সেক্ষেত্রে ০১ জনকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্ত নিয়োগ দেয়া যাবে কিনা?

উত্তর : দেখতে হবে অফিসগুলো পৃথক পৃথক স্থানে কিনা। যদি পৃথক স্থানে অবস্থিত হয়ে থাকে তাহলে প্রতিটি অফিসই তথ্য প্রদান ইউনিট হিসেবে গণ্য হবে এবং প্রতিটি তথ্য প্রদান ইউনিটে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে হবে।

১৩. ৬০ দিনের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান না করলে এবং পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনকে না জানালে কমিশন কি পদক্ষেপ গ্রহন করবে?

উত্তর : তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ১০ ধারা অনুসারে কোনো কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করে না থাকলে, তথ্য কমিশন কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ১৩ অনুসারে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিধান রয়েছে।

১৪. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা না হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কাছে তথ্য চাইলে তিনি কী করবেন?

উত্তর : সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের যথাযথ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে নির্ধারিত ফরমে আবেদন করার জন্য বলা যেতে পারে। আবেদনটি সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা যায়।

১৫. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী জরুরি নোটের তথ্য চাইলে দেওয়া যাবে কি না?

উত্তর : তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-২(চ)অনুযায়ী দাপ্তরিক নোটশিট বা নোটশিটের প্রতিলিপি তথ্য হিসেবে গণ্য হবে না। নোটশিটের তথ্য সরবরাহ করার প্রয়োজন নাই।

১৬. তথ্য কমিশন স্ব-প্রণোদিত হয়ে কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য চাইতে পারবে কি?

উত্তর : তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-১৩ এর উপধারা-৩ (ঘ) অনুযায়ী তথ্য কমিশন স্ব-প্রণোদিত হয়ে যেকোনো কর্তৃপক্ষের নিকট হতে তথ্য আনয়ন করতে ক্ষমতা প্রাপ্ত।

১৭. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য সত্যায়িত হবে কি না?

উত্তর : তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা-২০০৯ এর বিধি-৪ অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য ও প্রতি পৃষ্ঠা সত্যায়িত হতে হবে। তাতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবি ও দাপ্তরিক ঠিকানা থাকতে হবে।

১৮. জরিমানার টাকা কে পাবে?

উত্তর : জরিমানার টাকা সরকারি রাজস্ব আদায় খাতে জমা হবে।

১৯. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কর্মস্থল পরিবর্তন হলে কোন প্রক্রিয়ায় আপডেটের জন্য তথ্য কমিশনকে অবহিত করতে হবে?

উত্তর : দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কর্মস্থল পরিবর্তন হলে নতুন নিয়োগকৃক কর্মকর্তার নাম, পদবি, ঠিকানা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্স ও ইমেইল ঠিকানা নিয়োগ প্রদানের ১৫ দিনের তথ্য কমিশনকে অবহিত করতে হবে।

২০. কতদিন পূর্বের তথ্য সংরক্ষণ ও প্রদান করতে হবে?

উত্তর: যেকোনো সময় তথ্য প্রদানের সময় তা সংরক্ষন করতে হবে। এক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৫ অনুসরণ করা দরকার। তথ্য অধিকার আইনের ৫ ধারা মোতাবেক সংরক্ষিত তথ্য থেকে তথ্য সরবরাহ করা যাবে।

২১. যদি কোনো অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা না থাকে তাহলে কে তথ্য প্রদান করবেন?

উত্তর : তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিধানবলি সাপেক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগপ্রদান বাধ্যতামূলক। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে বিকল্প কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করবেন।

২২. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে নিয়োগ দেবে?

উত্তর : তথ্য অধিকার আইনের ধারা ১০ অনুসারে এই আইন কার্যকর হবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ প্রতিটি তথ্য প্রদান ইউনিটের জন্য একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করবে।

২৩. আপীল কর্তৃপক্ষ কারা এবং কে আপীল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ দেবে?

উত্তর : তথ্য অধিকার আইনের ধারা ২(ক) অনুসারে তথ্য প্রদান ইউনিটের অব্যবহিত উর্ধ্বতন কার্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান অথবা তথ্য প্রদান ইউনিটের উর্ধ্বতন কার্যালয় না থাকলে, উক্ত তথ্য প্রদান ইউনিটের প্রশাসনিক প্রধান হবেন আপীল কর্তৃপক্ষ।

২৪. বিচার বিভাগের তথ্য কীভাবে পাওয়া যাবে?

উত্তর : তথ্য অধিকার আইনের ধারা ২(খ)-এর (অ) অনুসারে বিচার বিভাগ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সৃষ্ট সংস্থা। ধারা ৯ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছ থেকে আবেদনের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য পাওয়া যাবে।

২৫. একই ব্যক্তি আপীল কর্তৃপক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হতে পারবে কিনা?

উত্তর : তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী একই ব্যক্তি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ হওয়ার সুযোগ সীমিত।

২৬. ভুল তথ্য প্রদানের জন্য তথ্য কমিশন কতটুকু ব্যবস্থা নিতে পারবে?

উত্তর : এই আইনের ধারা ১৩(ঙ) অনুযায়ী কোনো ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল তথ্য প্রদানের জন্য তথ্য কমিশনে কেউ অভিযোগ দায়ের করলে, কমিশন এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে উক্ত অভিযোগ গ্রহণ, অনুসন্ধান এবং নিস্পত্তি করতে পারবেন।

২৭. এই আইনে নথি বিনষ্টির প্রয়োজন আছে কি না?

উত্তর : সচিবালয়ের নির্দেশমালার প্রচলিত নিয়ম এবং তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১০ অনুযায়ী নথির শ্রেণিবিন্যাস করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সেই মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারবেন।

২৮. সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছ থেকে কোন তথ্য জানতে পারবেন কি না?

উত্তর : আইন অনুযায়ী উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছ থেকে তথ্য জানতে বাধা নেই।

২৯. বাংলাদেশী নাগরিক না হয়েও কেউ কি তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করে তথ্য পেতে পারে?

উত্তর : না। তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করে তথ্য পেতে হলে ব্যক্তিকে অবশ্যই জন্মসূত্রে বাংলাদেশি নাগরিক হতে হবে।